কোটচাঁদপুরে কিশোরদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ, এ প্রতিপাদ্যে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও প্রশক্ষনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে এ সব দেয়া হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প(ইরেসপো) ২য় পর্যায় এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন।

প্রশিক্ষনে সভাপতিত্ব করেন বিআরডিবি ঝিনাইদহের উপপরিচালক আরিফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন মুকুল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোটচাঁদপুর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকতা ও কোর্স পরিচালক সেলিম রেজা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ইউনুছ আলী,উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক হোসেন,প্রগাম অফিসার জিয়াউল হক, কুশনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম,সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, ইউডিও আবু মুনসুর,শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাস উদ্দিন,প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দিন আহম্মদ।

পরে প্রশিক্ষন প্রদান সহ ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এ সামগ্রীর মধ্যে ছিল,স্যানেটারী প্যাড,খাতা,কলম।

জানা যায়, এ প্রকল্পের আওতায় কোটচাঁদপুরে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থান পেয়েছেন। যার মধ্যে ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোর্স পরিচালক বলেন,এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদেরকে বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। এ ছাড়া ছাত্রীদেরকে এর মাধ্যমে

সঞ্চয়ী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষিক করা হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দরিদ্রদের মাঝে গরু বিতরন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্টিদের মাঝে গরু বিতরন করা হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের দরিদ্রদের মাঝে এ গরু দেয়া হয়।

সমাজ কল্যান সংস্থা উষার নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ,ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আজম বিশ্বাস। পরে ওই গ্রামের ৭ জন ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী দরিদ্র মানুষের হাতে ৭ টি গরু তুলে দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে আব্দুল হান্নান বলেন,বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় এ গ্রামের ৭ জন কে গরু দেয়া হল। পরবর্তীতে আরো ৫ জনকে এ গরু দেয়া হবে। অনুষ্ঠানটি উষার সহযোগিতায় করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে বিষপানে কিশোর

আব্দুল গণি মৃত্যু

বিষপানের ১২ দিন পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন আব্দুল গণি(১৫)। শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর নিজ বাড়িতেই মারা যায় সে।

মৃতের বড় ভাই আরজু রহমান বলেন,আমার কাছে মোবাইল কিনে দেওয়ার কথা বলে। আমি তাঁর কাছে ১০ দিনের সময় চেয়ে নিই। এরমধ্যে গেল ৭ নভেম্বর ঘাস পোড়া বিষপান পান করেন আব্দুল গনি (১৫)। জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

৩ দিন চিকিৎসার পর,তাকে যশোর আড়াইশ শয্য হাসপাতালে রেফার্ড করেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক। পরে গনিকে চিকিৎসা করিয়ে বাড়িতে আনা হয়। এরপর আরো একটু উন্নত চিকিৎসার জন্য, তাকে রাজশাহী মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয় বাড়ি এনে রাখি। বৃহস্পতিবার ভোর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। শুক্রবার সকাল ৭ টার সময় সে মারা যায়।

আব্দুল গণি কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর স্টেশন পাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে। বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) ফিরোজ ইকবাল বলেন,মৃতের সুরত হাল করে, লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। কোটচাঁদপুর থানায় এ সংক্রান্ত অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা ও সংবাদের প্রতিবাদে ভুক্তভোগীদের সংবাদ সম্মেলন

জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিনের গোলযোগ চলছিল ভাইয়ে ভাইয়ে। সম্প্রতি ওই বিষয় নিয়ে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির সময় হাত কেটে যায় সামাদের। বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা করেছেন সে,পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে

সংবাদও।

এর প্রতিবাদে শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আরেক ভাই আব্দুস সাত্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সাত্তারের ছেলে জাহিদ হোসেন ও ভাইপো কামাল হোসেন ।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুস সাত্তার। তিনি বলেন,কোটচাঁদপুর উপজেলার সিঙ্গিয়া গ্রাম। এ গ্রামের ৪০ নাম্বার সিঙ্গিয়া মৌজার, ২৩০ নাম্বার দাগের,৭৯০ খতিয়ানের ৯৪ শতক জমির মধ্যে ১১ শতক জমি নিয়ে এ গোলযোগ আব্দুস সামাদের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে চলছে এ বিরোধ উভয়ের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে মিমাংশার চেষ্টাও করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও থানা সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া উভয় পক্ষ আদালতে বেশ কয়েক মামলাও করা হয়। এরমধ্যে সবকয়টির রায়ও আমার পক্ষে। এরপরও তারা জমি দখল না দিয়ে, বিভিন্ন তাল বাহানা করে চলেছে।

এর ধারাবাহিকতায় গেল ৪ -১১-২২ তারিখে ওই বিবাদোমান জমিতে দখল নিতে বিভিন্ন রকম কাজ কর্ম করার চেষ্টা করে। এ সময় তাতে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। ওই সময় তাঁর হাতে থাকা ধারাল দায়ে হাত কেটে যায়। সামাদ ওই ঘটনাটি পুজি করে মিথ্যা মামলা করেছেন থানায়। এ ছাড়া মামলায় জিততে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পত্রিকায় সংবাদও প্রকাশ করিয়েছেন। ওই সংবাদে বলা হয়েছে, আমি তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছি। যা আদোও সত্য না।

আমি ওঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সাথে সাথে পত্রিকায় যে মিথ্যা, ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করিয়েছেন,তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এ ছাড়া সুষ্ট তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আশুহস্তক্ষেপ কামনা করছি।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করায় ভুক্তভোগীদের সংবাদ সন্মেলন

বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত মঙ্গলবার মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ,ড্রাগন গাছ কাটা ও ফল চুরির অপবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগির পিতা আমিরুল ইসলাম ।

বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ইউনিটিতে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভুক্তভোগী ইমরান হোসেন(১৫) রাজন হোসেন(১৭) সাব্বির হোসেন(১৫)আব্দুর রহিম (১৬)।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ইমরানের পিতা আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন,গেত ১/৯/২২ তারিখে আমার ছেলে ইমরান হোসেন মহেশপুর উপজেলার আজমপুর ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে বেড়াতে যান। ওইদিন সন্ধ্যা রাতে আমার ছেলে ইমরান হোসেন,বন্ধু রাজন হোসেন,সাব্বির হোসেন, আব্দুর রহিম পাশের বিজিবি সদস্য কামাল হোসেনের ড্রাগন বাগানে যায়।

বাগান থেকে তারা দুইটি ড্রাগন ফল তোলেন। এ ঘটনা বাগান মালিক বিজিবি সদস্য দেখে ফেলে, তাদেরকে ধাওয়া করেন। ধাওয়া খেয়ে ইমরানের বন্ধুরা সবাই পালিয়ে যায়। ধরা পড়েন ইমরান হোসেন। এরপর কামাল হোসেন তাকে নিয়ে গিয়ে ড্রাগন বাগানের ঘরের খুটির সঙ্গে বেধে রেখে,সারারাত নির্তাযন করেন।

ধারালো অস্ত্র কাচি দিয়ে কোপমেরে কেটে দেন ইমরানের পিটের মাংশ। এতে করে সারারাত তাঁর রক্তক্ষরন হয়।

আমিরুল বলেন,বাগান মালিক কামাল হোসেনের নির্যাতন ও রক্তক্ষরনে সে ভোরের দিকে অচেতন হয়ে পড়েন। এ সময় কামাল অবস্থার বে-গতিক দেখে পল্লী চিকিৎসক ডেকে এনে ইমরানকে প্রাথমিক চিকিৎসা করান।

পরে ওই পল্লী চিকিৎসকের মাধ্যমে আমার ভাগ্নে খবর পান। সে ঘটনাস্থলে গিয়ে মুচলিকা দিয়ে আমার ছেলেকে, তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।

খবর পেয়ে আমি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। চিকিৎসার খোজ খবর নিয়ে, ঝিনাইদহ আদালতে একটা মামলা দায়ের করি। কোর্ট মামলা তদন্ত করার জন্য পাঠানো হয় মহেশপুর থানায়। থানার অফিসার ইনর্চাজ মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব দেন উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল ইসলামের উপর।

তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে কামাল হোসেনের বাগান থেকে ড্রাগন চুরি ও গাছ কাটার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় তিনি মহেশপুর থানায় জিডি ও করেছেন। জিডিতে তিনি কে বা কাহারা উল্লেখ করলেও সাংবাদিকদের কাছে আমার ছেলে সহ তাঁর বন্ধুদের নামে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করিয়েছেন।

তাতে ফল চুরি ও ড্রাগন গাছ কাটার অভিযোগ করা হয়েছে আমার ছেলে সহ বন্ধুদের বিরুদ্ধে। তিনি পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ করিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন। আমি প্রকাশিত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তারা যেন বিষয়টি সুষ্টু তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবাং প্রকৃত দোষীদের চিহিৃত করে আইনের আওতায় আনেন।

এ ব্যাপারে বিজিবি সদস্য কামাল হোসেন বলেন,আমার মাঠে ৫/৬ বিঘা ড্রাগনের চাষ আছে। প্রতিনিয়ত বাগান থেকে ফল চুরি হয়ে যায়। ওইদিন আমি বাড়িতে ছিলাম। রাতে ড্রাগন বাগান পাহারায় যায়। রাত তখন ২ টা বাজে। ৫/৭ আমার বাগানের পাশে এসে গালি দিতে থাকে। এ সময় আমি ভয়ে পাহারা দেয়া ঘর ছেড়ে দুরে চলে যায়। আমি ভাবছিলাম যদি চোর হয়,তাহলে বাগানে ঢুকবে।

আর যদি আমাকে মারতে আসে, তাহলে আমার পিছনে ধাওয়া করবে। দুর থেকে দেখি তারা বাগানে ঢুকে ফল তুলছে। এ সময় আমি তাদের ধাওয়া দিই।ধাওয়া খেয়ে সবাই পালিয়ে যায়। ধরে ফেলি ইমরান নামের ওই ছেলেটি। ধরার সময় তাঁর পিঠে কিসে কেটে গেছে আমি জানিনা।পরে জানতে পারি কেটে গেছে। তিনি কাচি দিয়ে কোপ মারা কথা ও অস্বীকার করেন। সম্প্রতি ওই বাগান থেকে আবারও ফল চুরির ঘটনা ঘটেছে। কেটে দিয়েছেন ড্রাগন গাছ।

আমি ওই সময় চাকুরিতে থাকায় আমার মা মহেশপুর থানায় জিডি করেন। তবে আমার ধারনা তারা ছাড়া এমন ক্ষতি আমার কেউ করবে না।

কোটচাঁদপুরে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্ভোধন

উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ ‘ এ শ্লোগানে কোটচাঁদপুরে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্ভোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ মেলার উদ্ভোধন করা হয়।

উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, সহকারি কমিশনার(ভুমি) নিরুপমা রায়, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার বিশ্বাস, কৃষি কর্মকর্তা মহাসিন আলী, সমাজসেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম,পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা,পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা চম্পা অধিকার।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা। উদ্ভাবনী মেলায় ২২ টি স্টোল স্থান পেয়েছেন। এর আগে উপজেলা চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। পরে শোভাযাত্রাটি বিদ্যুৎ অফিস মোড়, বাজেবামনদহ তেল পাম্পের সামনে থেকে ঘুরে এসে উদ্ভোধনী মেলার আলোচনা সভায় মিলিত হন।

এরপর অতিথি বৃন্দরা স্টোল পরিদর্শন করেন। বিকালে পুরস্কার বিতরনের মধ্যদিয়ে মেলার সমাপ্তি হবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ শিলা বেগমের।

কোটচাঁদপুরে ডি-শপার্স ফ্যাশন ষ্টোরের উদ্বোধন

মঙ্গলবার বিকালে কোটচাঁদপুর শহরের সিরাজুল ইসলাম সড়কের মোল্লা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ডি-শপার্স নামে একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্যাশন ষ্টোরের উদ্বোধন করা হয়েছে।

পৌর মেয়র শহীদুজ্জামান সেলিম ফিতা কেটে এ ফ্যাশন ষ্টোরের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় প্যানেল মেয়র-৩ সাথী আক্তার, কাউন্সিলর আব্দুল মাজেদ, খাইরুল ইসলাম ও প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী এসএম আক্তার আঙ্গুর উপস্থিত ছিলেন। কোটচাঁদপুর শহরে এই প্রথম অত্যাধুনিক একটি ফ্যাশন ষ্টোরের যাত্রা শুরু করল।

এ প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারী এমএস আক্তার আঙ্গুর সাংবাদিকদের জানান, এখানে কীটস,বয়েজ, গার্লস, মেনস ও লেডিসদের মানসম্মত পোষাক জুতাসহ যাবতীয় ফ্যাশন সামগ্রী সুলভ মূল্যে বিক্রি হবে।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় ও সংহতি দিবস পালিত

৭ই নভেম্বরের চেতনায় জাগ্রত হোক গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকারের সংগ্রাম এ শ্লোগানে কোটচাঁদপুরে বিএনপি পালন করেছেন জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। সোমবার বিকালে স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ডের দলীয় কার্যালয়ে দিবসটি পালিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মিজানুর রহমান লাবলু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী,জেলা কমিটির প্রশিক্ষন বিষয়ক সম্পাদক মোস্তফা সাঈদ,জেলা বিএনপির সদস্য আশরাফ আলী, ফরিদ

আহম্মেদ,উপজেলা বিএনপির নেতা মোহাম্মদ আলী,সাইফুর রহমান মিন্টু,রফিকুল ইসলাম,উপজেলা যুব দলের আহবায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল। সভা সঞ্চালনা করেন উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া।

কোটচাঁদপুরে সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে নির্যাতনের অভিযোগে ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য কর্তৃক সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা হয়েছে।

গত ১ নভেম্বর কোটচাঁদপুর উপজেলার কাগমারী গ্রামের হালদার পাড়ার মদনের স্ত্রী যশোধা রানী বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত বাদীর অভিযোগ আমলে নিয়ে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসিকে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বিবরণে বলা হয় গত ৩১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে বলুহর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড সদস্য সাহাবুল ইসলামের নেতৃত্বে ৪/৫ জন লোক জোটবদ্ধ হয়ে জোর পূর্বক বসত বাড়িতে ঢুকে বাদির স্বামী সাধন কুমার ও তার একমাত্র ছেলে পলাশ কুমারকে মারপিট করে। এ সময় ইউপি সদস্য সাহাবুল তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে যশোদা রানীকে জখম করে। হামলাকারীরা বাদীর পরনের কাপড়-চোপড় টেনে হেছড়ে বে-আবরু করে। সে সময় আসামীরা বাদীর গলায় থাকা ১০ আনা ওজনের সোনার চেইন, ঘরে থাকা ১ জোড়া বালা, ১ জোড়া কানের দুল ও ১টি আংটি নিয়ে যায়।

মামলায় অভিযুক্ত ২নং আসামী বাবুল ঘরের বাক্সে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা বের করে নেয়। এ ঘটনার পর গত ৩ নভেম্বর যশোদা রানী ইউপি সদস্য সাহাবুলের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার চেয়ে ঝিনাইদহ জেলা

প্রশাসক ও কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে যশোদা রানীর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, ৩১ অক্টোবর সকালে আমার বিবাহিত মেয়ে পিংকি রানীকে ইউপি সদস্য সাহাবুল মারপিট করে। তাছাড়া এ ইউপি সদস্য দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়ে আসছেন। তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আমাকে, আমার স্বামী ও ছেলেকে মারধর করে।

এ ঘটনার পর গত ৩ নভেম্বর রাতের কোন এক সময় সাহাবুল মেম্বারের লোকজন আমার ছেলে পলাশের আলমসাধুর ইঞ্জিনের মবিল চেম্বারে বালি দিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আলমসাধু চালু করে কিছুদুর যাওয়ার পর বিকট শব্দ বিস্ফোরণ হয়।

যশোদা রানী বলেন এনজিও থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এ আলমসাধুটি কেনা হয়েছে। এটি বিকল হওয়ার কারণে এনজিও’র কিস্তির টাকা যোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ইউপি সদস্য সাহাবুলের সাথে কথা হলে তিনি বলেন আমি যশোদা রানীকে মারধর কিংবা শ্লীলতাহানি করিনি। তবে যশোদার সহযোগী শফিকুল দালালকে মারধর করেছি। তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়।

কোটচাঁদপুরে নগর সমন্বয় কমিটির সভা

রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর পৌর ভবনে নগর সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী প্রকৌশলী মামুনুর রশিদ। বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর আব্দুল মাজেদ, মাহবুবুল আলম হানিফ, প্যানেল মেয়র-২ জাহিদ হোসেন, প্যানেল মেয়র-১ সোহেল আরমান। নগর সমন্বয়

কমিটির সদস্য সাংবাদিক কামাল হাওলাদার, ঊষা সমাজ কল্যাণ সংস্থা নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হান্নান, প্রধান শিক্ষক শাহানা আফরোজ ডলি প্রমুখ।

এ সভায় শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পের অর্থায়ন করছে।